সুদীর্ঘ তেষট্টি বৎসর ধরিয়া

সুনাম ও সততার

সঙ্গে

বিশেষত্ব বজায় রেখেছে

পণ্ডিত-প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সকল প্রকার ছাপার কাজের

নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৯ই চৈত্র বুধবার, ১৩৭২ ইং 23rd Mar. 1966 { ৪৩শ সংখ্যা

"সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

[illegible] ও বিপুলতা আমার।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাইকেল ও সাইকেল পার্টস এর

নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রতিষ্ঠান

স্বলভ ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী।

স্টুডেন্টস্ ফেক্টরী

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৭২ সাল।

স্বভাব ও শ্বভাব

—০—

স্বভাব মানে প্রকৃতি। শ্বভাব মানে কুকুরের ভাব।

আমরা আজ পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট একটি অতি প্রাচীন গল্প লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। শ্রবণ করুন—

এক মুনির তপোবনে একটি কুক্কুরী থাকিত। মুনির প্রদত্ত অন্ন-মুষ্টিতে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত। সময়ে সময়ে এই অস্পৃশ্যা কুক্কুরী মুনির পূজার্চ্চনার সময় তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার পূজনাদি কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিত।

একদিন মুনিবর কুক্কুরীর অস্পৃশ্যতা দূর করিবার মানসে যজ্ঞান্তে তাহার দেহে যজ্ঞ-বারি সিঞ্চন করিয়া বলিলেন "মর্কটী ভব" অর্থাৎ বানরী হও। সে তৎক্ষণাৎ বানরী দেহ প্রাপ্ত হইল।

কিছুদিন পর মুনি মনে করিলেন—ইহাকে আর একটি বৃহদাকার প্রাণীতে পরিণত করা যাক। তিনি তাহার দেহে যজ্ঞ-বারি ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন—বরাহী অর্থাৎ শূকরী হও। তৎক্ষণাৎ সে শূকরী হইয়া আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিল। বিষ্ঠার মত ঘৃণ্য বস্তুও তাহার ভক্ষ্য হইল।

মুনিবর তখন তাহাকে আরও উন্নত প্রাণী করিবার জন্য হস্তিনীতে পরিণত করিলেন। মুনির অবসর সময়ে সে তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া সমস্ত তপোবন পরিভ্রমণ করিয়া আবার আশ্রমে লইয়া আসিতে লাগিল।

মুনি কুঞ্জরীর সহিত কথাবার্ত্তা বলা হয় না বলিয়া একদিন তাহাকে যজ্ঞান্তে যজ্ঞ-বারির সাহায্যে মানবীতে উন্নত করিলেন।

মুনির যজ্ঞ-প্রসূতা কামিনী অতি রূপবতী হইল। তখন মুনিবর খুব চিন্তান্বিত হইলেন। এই রূপযৌবন-সম্পন্না কামিনী তাঁহাকে কন্যাদায়গ্রস্ত করিয়া ফেলিল। তখন মুনি তাহাকে কোনও সুপাত্রে অর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

একদিন এক রাজপুত্র মৃগয়ার্থে মুনির তপোবনে উপস্থিত হইলেন। মুনির এই যজ্ঞ-প্রসূতা আশ্রম-বালিকাটি বারিপূর্ণ কুম্ভ কক্ষে লইয়া আশ্রমের দিকে আসিতেছিলেন। মৃগশিকারে আসিয়া রাজকুমার এই মৃগনয়নী সুন্দরীকে দেখিয়া নিজেই পঞ্চশর-বিদ্ধ হইয়া মুনির আশ্রমে গিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা এই কন্যাটি কার? মুনি বলিলেন আমার, তুমি একে গ্রহণ করবে? রাজকুমার সম্মত হইয়াই ছিলেন। মুনিবর গান্ধর্ব-রীতি অনুসারে উভয়ের শুভ মিলন ঘটাইয়া দিলেন। রাজকুমার নবপরিণীতা বধূ লইয়া সানন্দে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। উৎসবে সমস্ত রাজ্য অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। আজ বল্কলপরিহিতা অজিন-শায়িনী আশ্রম-বালিকা রাজপ্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রাত্রি অতিবাহিত করে সুখের সীমা নাই।

একদিন মধ্যরাত্রে রাজকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখিলেন শয্যায় রাজবধূ নাই। কুমার অনুমান করিলেন বোধ হয় শৌচাগারে গিয়াছে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রায় রাত্রি শেষ হয় এমন সময় রাজবধূ সুগন্ধি অনুলিপ্তা হইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। কুমার বধূকে তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তিনি কয়েক-দিন যাবৎ আমাতিসার রোগে কষ্ট পাইতেছেন। শৌচাগারে বহুক্ষণ কাটাইতে হয়। রাজকুমার পরদিন রাজবৈদ্যকে ডাকাইয়া চিকিৎসারম্ভ করিলেন। রাজকুমার যেদিন অর্দ্ধরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া উঠেন, সেইদিনই রাজবধূকে অনুপস্থিতা দেখেন।

একদিন রাজকুমার সমস্ত রাত্রি কপট নিদ্রার ভান করিয়া জাগ্রত অবস্থায় রহিলেন। রাজবধূ কক্ষ ত্যাগ করিয়া রাজবাটীর পশ্চাৎ দিকের দ্বার খুলিয়া চলিতে লাগিলেন, কুমার তাহার অলক্ষে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রিয়তম ভার্য্যা গোরস্থানে গিয়া সমাধি হইতে একটি শবদেহ উত্তোলন করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে রাজকুমারের বক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ত্রস্তপদে রাজভবনে শয়নাগারে ফিরিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—একি সুরূপা রাক্ষসী! মুনি আমাকে কেন এই রাক্ষসী দান করিলেন। নানা চিন্তা করিতে করিতে বধূ পূর্ব্ববৎ সুগন্ধি অনুলিপ্তা হইয়া শয়ন করিতেই কুমার বলিলেন—তোমার অতিসার এখনও সারিল না। চল কাল প্রত্যূষে তপোবনে তোমার পিতৃসন্নিধানে গিয়া সব নিবেদন করিয়া কোন দৈব ঔষধ পাইলে তাহাই লইয়া আসিব। রাজবধূ তপোবনে যাইতে স্বীকৃতা হইলেন। কুমার ও বধূ উভয়ে রথারোহণে তপোবনে আসিয়া মুনি-চরণে প্রণাম করিলেন। মুনি তাঁহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর কুমার তাঁহাকে এক গোপন স্থানে ডাকিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। মুনিবর একটু হাসিয়া কন্যাকে ডাকিলেন, সে আসিবামাত্র কুমারকে বলিলেন ইহার উপযুক্ত দণ্ড স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কর। তিনি একটি শ্লোক বলিলেন—

শুনি-মর্কটি বরাহি
মাতঙ্গী বরবর্ণিনী
পঞ্চ দেহান্ পরিগৃহ্য
প্রকৃতির্নৈব মুঞ্চতি।

এ ছিল কুক্কুরী, তারপর হয় বানরী, তারপর শূকরী, তারপর হয় মাতঙ্গী (হস্তিনী), তারপর কামিনী এই পাঁচ দেহ পরিগ্রহ ক'রেও কুক্কুরীর মড়া খাওয়া ঘুচলো না। এই বলে হাতে জল নিয়ে রাজবধূর অঙ্গে নিক্ষেপ ক'রে বল্লেন—পুনঃ কুক্কুরী ভব।

আমাদের রাজবাড়ীতে যে দুর্নীতি, শুভ জন্ম-দিনের অছিলায় টাকা চুরি, "সত্যমেব জয়তের" ঘরে মিথ্যার ভেল্কী বাজী! এমন কেউ কি নাই যে চোরের চুরিকে চূণকাম না ক'রে "পুনঃ কুক্কুরো ভব" বলে দুর্বৃত্তদের দূরীভূত করেন!

পরলোকগমন

গত ১৯শে মার্চ্চ শনিবার দ্বিপ্রহরে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-পরিদর্শক সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রীঅমূল্যকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুরারোগ্য হাঁপানী রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসরকাল এই মিউনিসিপ্যালিটীতে সুনাম ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। জনসাধারণ, সহকর্ম্মিগণ ও অধীনস্থ কর্ম্মিগণ সকলেই তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন। এক কথায় তাঁহাকে অজাতশত্রু বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি এই শহরে একখানি বাড়ী তৈরী করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। তিনি বিধবা স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। শহরের বহু ভদ্রলোক ও সহকর্ম্মিগণ তাঁহার শবানুগমন করেন। তাঁহার পরিচিত সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগ-জনিত ব্যথা অনুভব করিয়া স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান তাঁহার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন।

শোকসভা

গত ২২শে মার্চ্চ মঙ্গলবার জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মচারিগণ খাদ্য-পরিদর্শক শ্রীঅমূল্যকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যুর জন্য এক শোকসভায় মিলিত হইয়া শোক প্রকাশ করেন। সভায় চেয়ারম্যান শ্রীপ্রাণগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও কমিশনর ডাঃ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় উপস্থিত ছিলেন। সভায় মিউনিসিপ্যালিটীর সকল শ্রেণীর কর্ম্মিগণ যোগদান করেন।

বিহারের মদ ধৃত

বিগত ৮ই মার্চ্চ জঙ্গিপুর সার্কেলের আবগারী বিভাগের সবইন্সপেক্টর শ্রীশ্যামাপদ দাস মহাশয় মাত্র একজন কনেষ্টবলসহ ফরাক্কার প্রেমবাহাদুর ছেত্রীর হোটেল অনুসন্ধান করিয়া আনুমানিক পোনে পাঁচ লিটার বিহারী মদ ধরিয়াছেন।

শিশুদের রোগমুক্ত রাখতে হলে

সময়মত রোগের প্রতিরোধ হ'লে শিশুদের রোগমুক্ত রাখা সম্ভব। আজকাল ডিপ্‌থিরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, বসন্ত, যক্ষ্মা, টাইফয়েড এবং কলেরা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুব সহজ।

জন্মের পর থেকেই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরম্ভ করতে হবে এবং পরে নিয়মিতভাবে সেই ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে হবে। তবেই শিশুদের শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকবে। আজকাল সব সরকারী ও মিউনিসিপ্যাল ডিস্‌পেন্‌সারীতে এ ব্যাপারে সাহায্য করা হ'য়ে থাকে। পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকেও এই সব সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা বিভিন্ন প্রতিষেধকের জন্য একটি সময় তালিকাও দেন। সাধারণতঃ জন্মের পরে ১৪ বছর পর্য্যন্ত এই সব ব্যবস্থা ক'রতে হবে :—

জন্মের পর চার সপ্তাহের মধ্যে যক্ষ্মার জন্য বি, সি, জি, টীকা নিতে হবে।

তিন থেকে নয় মাসের মধ্যে বসন্তের টীকা এবং ডি, পি, টি, টীকা নেওয়া প্রয়োজন। ডি, পি, টি, অর্থাৎ ডিপ্‌থিরিয়া, হুপিং কাশি এবং ধনুষ্টংকার প্রতিরোধকের দুটী টীকা নিতে হবে, এক মাস অন্তর।

সাত থেকে ১০ মাসের মধ্যে পোলিওর দুটি টীকা নিতে হবে, এক মাস অন্তর।

পনেরো থেকে আঠারো মাসের মধ্যে আবার ডি, পি, টি, টীকা এবং পোলিওর তৃতীয় টীকা নিতে হবে।

দুই থেকে চার বছরের মধ্যে চতুর্থ পোলিও টীকা নেওয়া আবশ্যক।

স্কুলে পড়াশোনা আরম্ভ করবার সময় ডি, পি, টি শেষ টীকা এবং টি, এ, বি, দুটি টীকা নিতে হবে, এক মাস অন্তর।

দশ থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে আবার বি, সি, জি, টীকা, বসন্তের টীকা এবং টি, এ, বি, টীকা নিতে হবে।

প্রত্যেক তিন বছর অন্তর বসন্তের টীকা নেওয়া দরকার। টি, এ, বি, টীকা প্রত্যেক বছর এবং সাধারণতঃ যে সময়ে কলেরা আরম্ভ হয় তার আগেই কলেরার টীকা নেওয়া উচিত।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের অধীন গুজার ঘাটগুলি ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৬৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য নগদ জমায় আগামী ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৬৬ মোঃ বাংলা ১৫ই চৈত্র, ১৩৭২ মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় জেলা পরিষদ অফিসে নীলাম ডাকে বন্দোবস্ত করা হইবে। নীলাম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ জেলা পরিষদ অফিসে ঘাটের বিধি ও অন্যান্য নিয়মাবলী জানিতে পারিবেন।

শ্রীআবদুস সাত্তার,
চেয়ারম্যান,
মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ।

১৯-৩-৬৬

বিক্ষোভ মিছিল

গত ২১শে মার্চ্চ সোমবার দুপুরে অনশনক্লিষ্ট জনগণের এক বিক্ষোভ মিছিল রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট হইতে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহোদয়ের নিকট গমন করে এবং সেখান হইতে ফিরিয়া শহর প্রদক্ষিণ করে।

গ্রেপ্তার

গত ২০শে মার্চ্চ রবিবার জঙ্গিপুরের য়্যাডভোকেট শ্রীদেবব্রত ঘোষাল মহাশয়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া বহরমপুর পাঠাইয়াছেন। গত ২১শে মার্চ্চ সোমবার রঘুনাথগঞ্জের শ্রীপরমেশ পাণ্ডে ও শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়দ্বয় স্থানীয় ফৌজদারী কোর্টে আত্মসমর্পণ করেন। পুলিশ তাঁহাদিগকে জিপ গাড়ী যোগে বহরমপুর পাঠান।

জিপ চাপা পড়িয়া মৃত্যু

গত ২১শে মার্চ্চ সোমবার যে জিপ গাড়ীখানি শ্রীপরমেশ পাণ্ডে ও শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়দ্বয়কে লইয়া বহরমপুর অভিমুখে যাইতেছিল সন্মাতনগরের নিকট নবম বর্ষীয়া এক বালিকা ঐ গাড়ীতে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। গত ২২শে মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা ১১ ঘটিকায় ঐ বালিকার শবদেহ বহন করিয়া এক মৌন মিছিল রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতাল হইতে শ্মশানঘাট অভিমুখে যাত্রা করে। চালকের অবিমৃষ্যকারিতা দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া মনে হয়।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাস ঘর

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সকল প্রকার সাইন-বোর্ড লেখা হয়

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।